Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 323 - 328
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী কালীমোহন ঘোষ

ড. সুদীপ্ত সাউ
সহকারী অধ্যাপক
নগর কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: sudiptasau.bengali@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Rabindranath, Kalimohan, Sriniketan, Surul, Rural Development, Survey, Bank, Dharma Gola, Agricultural Cooperative, Health, Cooperative.

Abstract
In literature, music, and art, Rabindranath cannot be found only through exploration. Rabindranath's distinct identity can be discovered in the realms of education, rural development, cooperative efforts, and similar endeavours. This is highly relevant in today's context. Kali Mohan Ghosh, a close companion in Rabindranath's philanthropic work, played a significant role. Through their concerted efforts and dedication, rural centres like Shantiniketan in the rugged Birbhum district emerged as embodiments of Rabindranath's social ideals. This has attracted global attention both in Rabindranath's contemporary times and in the present day. Among Rabindranath's collaborators, Kali Mohan was particularly noteworthy. On one hand, he was involved in the struggle for independence, and on the other, he embodied the ideals that Rabindranath dedicated himself to — social work and rural development. This research delves into Kali Mohan's life, work, and the relevance of his activities in the context of his time.

Discussion

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবন বিচিত্র-মুখী। কাব্য কল্পনা লতায় তাঁর জীবনকে আবদ্ধ রাখেননি। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন সমবায় থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে গেছেন। তাঁর এই বিশাল কর্মযজ্ঞে তিনি বেশ কিছু যোগ্য কর্মীকে তৈরি বা নির্বাচন করেছিলেন যারা তাঁর মহান কর্মধারা ও আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে আত্ম নিবেদিত ছিলেন। একাধারে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি চরিত্রের প্রভাব অন্যদিকে নিজ চরিত্র ও কর্মকুশলতার গুনে তাঁরা ছিলেন অসামান্য। এঁদের বাদ দিয়ে কর্মী রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সহকর্মীদের অন্যতম ছিলেন কালীমোহন ঘোষ (১৮৮৪-১৯৪০) শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী শ্রী সুধীরঞ্জন দাস তাঁর ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলেছেন 'আর মনে পড়ে কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে। শুনেছিলাম তখন, যে তাঁর 'পরে পুলিসের খুব সুনজর ছিল না বলে তাঁকে শান্তি নিকেতনে এনেছিলেন। তিনি অমায়িক এবং পর দুঃখকাতর মানুষ ছিলেন। পাতলা দোহারা চেহারা, রঙ বাঙালীর পক্ষে ফরশাই বলা যেতে পারে। যে-কোনো সৎকার্যে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিছুদিন আশ্রমে থাকবার পর তিনি বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে পরে লেণাড এল্মহাস্ট সাহেবের সঙ্গে সুরুলের চারি দিকে পল্লীউন্নয়ন-কার্যে লেগে গেলেন।'[১] শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী ও রবীন্দ্র জীবনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করা যায় তাঁর সুবিশাল কর্মজীবনের অন্যতম প্রধান সহায়ক তথা সঙ্গী ছিলেন কালীমোহন ঘোষ এবং লেনারড এলম্ হাস্ট। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর ভাষায় বলা যায় 'রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠন রূপায়নে কালীমোহন এবং লেনারড এলম্হাস্ট ছিলেন বুদ্ধদেবের দুই শিষ্য সারিপুত্ত আর মোদ্গল্ল্যয়নের প্রতিভূ।'[২] কালীমোহনের মূল আগ্রহটা ছিল গ্রাম উন্নয়নের দিকে। তাই সুযোগ পেলেই কালীমোহন চলে যেতেন ভুবনডাঙায়, সাঁওতাল পল্লীতে। সঙ্গে থাকতেন শান্তিনিকেতনের একটু বড়ো ছাত্ররা। কয়েকবছর পর তার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন উইলিইয়াম পিয়ারসন। ১৯১২ সালে কালীমোহন উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলন্ডে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। রবীন্দ্রনাথও সেইসময় ইংলন্ডে। কালীমোহন ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রসান্নিধ্য পেলেন আবার। কবি ইয়েটসের সঙ্গে দেখা হল কালীমোহনের। রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ, কালীমোহন এবং ইয়েটস গল্পগুজব করে অনেক সময় কাটাতেন। কালীমোহন রোটেনস্টাইনের একটি আঁকার মডেল হয়েছিলেন।

আলোচ্য গবেষণাপত্রে রবীন্দ্র পরিকর তথা শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার কালীমোহন ঘোষের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হবে। রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনায় এই সমপ্রাণ সহযোগীর ভূমিকা আবিষ্কার করাই মূল লক্ষ্য। এই সূত্রে শিলাইদহ থেকে আরম্ভ করে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্ম সাধনার পরিচয় এবং কর্মী সংগঠক রবীন্দ্রনাথের চরিত্র স্পষ্ট হবে।

কালীমোহনের জন্ম ১৮৮২ সালে অবিভক্ত বাংলার ত্রিপুরা জেলায়। ১৯০৬ সালে বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীতে পল্লী উন্নয়নের কাজে যোগ দিতে আহ্বান করেন তাতে কালীমোহন সানন্দে শিলাইদহ অঞ্চলে কাজে যোগ দেন। ১৯০৭ সালে কালীমোহন শান্তিনিকেতনে এর শিশু বিভাগে যোগ দেন এবং শিশুদের সঙ্গে আশ্রমে থাকা ছাড়া তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ইতিহাস পড়াতেন। এই পর্বে অবসর সময় তিনি পিয়ারসরন এর সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে কাজ করতেন। ১৯২২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠা হলে অধ্যক্ষ হন লেনারড এলম্হাস্ট এবং কালীমোহন পল্লী সেবা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পান। এঁরা দুজন কালীমোহনের গ্রাম সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এখানকার কর্মসূচি তৈরি করেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লী সমাজ উন্নয়নের ভাবনার নিরিখে পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত কর্মী কালীমোহনের যথার্থ প্রতিভার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়লে বিশেষত ২মে ১৯৩৩ সালে কালীমোহনের পদত্যাগের উত্তরে লেখা চিঠিখানি পড়লে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের কাজে তাঁর ওপরে কতখানি নির্ভর করতেন। তিনি রবীন্দ্র পরিকরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে যোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ৯ অক্টোবর ১৯৩০ সালে রাশিয়া থেকে লেখা চিঠিতে (১৩ নং) চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে গ্রাম উন্নয়নের, সমবায় প্রথা ইত্যাদির কথা ভাবছিলেন তার বৃহত্তর সফল রূপ সে দেশে দেখে কালীমোহনকে চিঠি লিখে ছিলেন। এর থেকে কালীমোহনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখন লেনিন বেচে ছিলেন না। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং চিন্মোহন সেহানবিশ এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় লেনিন বেচে থাকা কালীন শিক্ষা সচিব লুনাচারনস্কি ও উপশিক্ষাসচিব লেনিনের স্ত্রী ক্রুপ্সকায়া কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প ও গ্রাম উন্নয়ন এর বিষয় খোঁজ নিতে বলেছিলেন। লোকহিতের যে কর্মকাণ্ড রবীন্দ্রনাথ যে জীবৎকালে সূচনা করে ছিলেন তা সমকালীন বিশ্বে আগ্রহের বিষয় ছিল। কালীমোহনের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তির প্রচেষ্টা ছাড়া এ জাতীয় সাফল্য অসম্ভব ছিল।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি পত্র, পুত্র শান্তিদেব ঘোষের পিতার স্মৃতিচারণ, বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের রচনা, আশ্রমিক প্রমথনাথ বিশী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কালীমোহন ঘোষের রচনা বিশেষত *পল্লী সেবা, কর্মী সংগঠন, প্রাচীন ভারতের শ্রমজীবী-*

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমস্যা প্রভৃতি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় কালীমোহন প্রথমত সুরুল শ্রীনিকেতন অঞ্চলে আমহার্স্ট নিয়ে সমীক্ষার কাজ চালান। সেই অনুযায়ী তাত্ত্বিক দিকটি দেখতেন আমহার্স্ট। ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক দিকটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল কালীমোহনের ওপর। তিনি নিজের উদ্যোগে ১৯২৩ সালে বল্লভপুরে এবং ১৯৩৩ সালে রায়পুরে তথ্য সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। গ্রামোন্নয়ন নিমিত্তে এধরনের সমীক্ষা বাংলাদেশে এটাই ছিল প্রথম। এই সমীক্ষার বৈজ্ঞানিক ফলাফল থেকে সুন্দরভাবে গ্রাম উন্নয়নের সার্বিক পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েচিল। আমহার্স্ট শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞ শুরু হওয়ার তিন বছর পর দেশে ফিরে যান। ফলে সব দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। তিনি সমীক্ষার ফলাফল থেকে ঋণদান ব্যাঙ্ক, ধর্ম গোলা, কৃষি সমবায়, স্বাস্থ্য, সমবায় চালু করেন। তিনি যুবকদের মধ্যে সেবার আদর্শকে জাগিয়ে তোলার জন্য বীরভূম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় *ব্রতী দল* গঠন করেন। এরা গ্রামের ঝোপঝাড়, ডোবা পরিষ্কার থেকে মারী মড়কে এগিয়ে যেতেন। তিনি উন্নয়নের আদর্শকে প্রচার করা এবং সেসঙ্গে জনগণকে সচেতন করার জন্য *ব্রতী বালক* নামে পত্রিকা প্রকাশ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। পরবর্তী কালে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য *দেশে বিদেশে* নামে পত্রিকার সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। কালীমোহনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি নিঃশর্ত আত্মনিবেদন ছাড়া কোনমতেই পল্লী উন্নয়নের আদর্শ সম্পূর্ণ হতো না। কালীমোহনের আর একটি বড় গুন ছিল তিনি ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী। তাঁর নিরলস পরিশ্রমের কথা সমকালীন আশ্রমিকদের স্মৃতিকথায় বারবার উঠে এসেছে। তিনি এই শ্রম সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত করেছিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে। তাছাড়া যুবক কাল থেকে তিনি স্বদেশী আন্দোলন, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশ মুক্তির প্রেরণা সর্বদা তাঁকে আকর্ষিত করত। সে কারণে পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ছিল। এই দেশপ্রেমের প্রেরণা থেকে তিনি পল্লী উন্নয়নের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের আন্তরিক প্রেরণা পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সহকর্মী হতে পেরেছিলেন। কালীমোহনের পরিচয় সঠিক তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যথার্থ ভাবে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা "কালীমোহনের অশেষ গুণ! যে তারে জানে — সে-ই জানে দীনদুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন অবিচার সহে না প্রাণে॥"

আধুনিক অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধনের অসাম্য দূরীকরণ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নীতির কথা বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় সমস্যা ও সমাধানের কথা অনেক পূর্বেই ভেবেছিলেন। তাঁর 'পল্লী প্রকৃতি', 'সমবায়', 'ভূসম্পদের বিত্তহরণ' প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে। মানব সমাজের সমূহ ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উপার্জন যে বিশেষ প্রয়োজন তা রবীন্দ্রনাথ সাম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় গ্রাম উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে কালীমোহনকে প্রাথমিক বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই তাঁকে সন্দেহের দেখতেন। সন্দেহের অন্যতম তিনি ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। ১৯০৬ সালের কোচবিহার রাজ কলেজে উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে ভর্তি হয়েও স্বদেশী আন্দোলনে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি গ্রামে গ্রামে স্বদেশী আন্দোলনের বার্তা প্রচার করে বেড়াতেন। ফলে পুলিসের গ্রাম উন্নয়ন এর আড়ালে অন্যকিছু করছেন কিনা এ বিষয় সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বাঁধাটি এসেছিল স্থানীয় ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে। কারণ এরা মনে করছিলেন গ্রামের সাধারন মানুষ যদি সচেতন হয়ে পড়ে তাহলে সমূহ বিপদ। কিন্তু কালীমোহন হতোদ্যম হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীর লোকদের বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ও সভা সমিতির মাধ্যমে বুঝিয়ে এই কর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন। সরকার বাহাদুর ১৯২৭ গ্রামের উন্নতির বিষয় সচেতন করার জন্য ট্রেনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ত্রিশটি স্টেশানে এই বিশেষ ট্রেন জনগণ সচেতন করার জন্য দাঁড়ায়। সরকারের এই কাজ সম্ভব হয়েছিল কালীমোহনের সহযোগিতায়। বীরভূম জেলায় চরম দুর্ভিক্ষ হলে সরকার তাঁর সাহায্য চায়। কালীমোহনের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকেরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর্ত মানুষদের জন্য ত্রান কাজ চালান। কাজ বা জনসেবা করবার উত্তেজনায় শুধুমাত্র জনসেবা করা যায় না। তার জন্য গড়ে তুলতে হবে মানুষের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। যেটা কালীমোহন অনায়স ও সহজাত দক্ষতায় করতে পেরেছিলেন। আশ্রমিকদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় তিনি অসাধারণ বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন। এই গুনটি তাঁর জনসেবার কাজে সহায়ক হয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, সমকালে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের নাগরিক ও প্রাগ্রসর সমাজ অসহযোগ এর মতো বিরাট সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলনের অভিঘাত সে ভাবে প্রান্তিক তথা গ্রামীণ সমাজের ওপর এসে পড়ে নি। সেই সময় কালীমোহন গ্রামীণ মানুষদের শিক্ষা, উন্নত ও আধুনিক কৃষি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে হাতে কলমে কাজ করছেন। গ্রামীণ সমাজের মধ্যে পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সেই আরো লক্ষণীয় কৃষি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। কালীমোহন বুঝেছিলেন হাতে-কলমে শিক্ষা, উন্নত ও আধুনিক কৃষি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকাশের মধ্যে দিয়ে মানুষের আত্মশক্তির উন্মোচন ঘটাতে হবে। এজন্য তিনি ১৯৩০-৩১ সালে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় যান। ওই সব স্থান থেকে গ্রাম উন্নয়নের বিষয় হাতে-কলমে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সাধারণ গ্রামীণ লোকেদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। এই গবেষণা পত্রে একটি করা যায় যে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রান্তিক একক হল গ্রাম সমূহ। যদি গ্রামীণ ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না করা যায় তাহলে রাষ্ট্রিক উন্নতির একক তথা জিডিপির হার কোনো মতেই বাড়তে পারে না। আমাদের ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজির অসম বণ্টন বিদ্যমান। ভূমির চরিত্র বহু বিভক্ত। গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ছোট কৃষকদের নিয়ে সমবায় ব্যবস্থা ভীষণ জরুরী। বর্তমানে সমবায় বা যৌথ কৃষি খামারের উপযোগিতা লাতিন আমেরিকার দেশগুলি বিশেষ ভাবে সুফল লাভ করছে। ফলে এটা স্বতঃসিদ্ধান্ত করা যায় যে কালীমোহনের গ্রাম উন্নয়নের মডেল ভীষণ ভাবে আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। এই বিষয় নিচে একটা টেবিল দেওয়া গেল। যাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাঁরা বেশি লাভের জন্য যৌথ খামার বা ক্ষুদ্র কৃষকের জমিকে একত্রিত করে চাষ করছেন। এতে বীজ বপন বা উৎপাদন খরচ কমছে কৃষক তুলনামূলক ভাবে লাভ হচ্ছে। এই কাজটি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় কালীমোহন হাতে কলমে শান্তিনিকেতন সন্নিহিত গ্রামে অনেক আগেই করেছিলেন। ১৯২৩ সালে 'সংহতি' পত্রিকার আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় দু-কিস্তিতে প্রকাশিত আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লেখা 'পল্লীসেবা' শিরোনামে কালীমোহনের প্রবন্ধখানি পড়লে শান্তিনিকেতন সন্নিহিত গ্রামের উন্নতির চিত্রখানি পরিষ্কার হবে।

Table 2.1. **Average farm size change in selected Latin American countries, most recent census observations**

Average Farm Size (ha)

	Previous census (A)		Most recent census (B)		Average farm size variation (B/A)
Country	Year of observation	Value	Year of observation	Value	
Paraguay	1991	77.5	2008	107.3	38.40%
Argentina	1988	423.6	2002	524.1	23.70%
Uruguay	2000	296.9	2011	361.5	21.70%

Chile	1997	111.2	2007	121	8.80%
Venezuela	1997-1998	60.01	2007-2008	63.8	6.30%
Brazil	1995-1996	72.8	2006	63.8	-12.40%
Peru	1994	20.1	2012	17.1	-14.50%
Mexico	1991	24.6	2007	20.2	-17.60%
Costa Rica	1984	31.7	2014	25.9	-18.50%
Nicaragua	2001	31.8	2011	22	-30.90%
El Salvador	1971	3.5	2007-2008	2.3	-35.40%
Country average		60.1		51.4	-14.50%
Average, countries with concentration		176.4		205	16.20%
Average, countries with fragmentation		44		35.9	-18.50%

Note: *According to the latest agricultural census, undertaken in 2017, the average farm size in Brazil is 69.1 ha (preliminary data). IBGE (2017).*

Source: *(Sotomayor and Namdar-Irani, 2016[16])*

অঞ্জন চক্রবর্তী ও অনুপ ধর রচিত 'কথোপকথনে মার্ক্স ও রবীন্দ্রনাথ উন্নয়ন ও বিকল্প' বইতে যথার্থ ভাবে বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ উন্নয়নের তথা ভালো থাকার একটা অন্য কল্পনা এখানে রাখছেন – যে কল্পনা উৎপাদনের সমবায়ের তথা সত্তার সমবায়ের উপর প্রোথিত।'[৩] কালীমোহন গ্রাম জীবনের সামগ্রিক সত্তা বদলে দিতে চেয়েছিলেন। যেটা কোন রোম্যান্টিক কল্পনা ছিলনা। গ্রামীণ সমাজে কৃষি সামাজিক কাজ হস্তশিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উন্নয়নের একটা বিকল্প মডেল তৈরি করে দিয়েছেন।

Reference:

১. দাস সুধীরঞ্জন, *আমাদের শান্তিনিকেতন,* প্রথম প্রকাশ (তৃতীয় সং), ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৃ. ৬২

২. চট্টোপাধ্যায় পূর্ণানন্দ, *কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ,* প্রথম সং- মাঘ, ১৩৭৬, দে'জ, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ২

৩. চক্রবর্তী অঞ্জন ও ধর অনুপ, *কথোপকথনে মার্ক্স ও রবীন্দ্রনাথ উন্নয়ন ও বিকল্প,* প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০০৮, গাঙচিল, কলকাতা- ১১১, পৃ. ৩৬

Bibliography:

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ, দে'জ, কলকাতা।

প্রশান্ত পাল, রবি জীবনী (১-৯ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী (সমস্ত খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শান্তিদেব ঘোষ, জীবনের ধ্রুবতারা, আনান্দ পাবলিশার্স কলকাতা।

রবীন্দ্র রচনাবলী, সার্ধ শতবার্ষিকী সংস্করণ (প্রবন্ধ খণ্ড ১৫,১৬,১৭), পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রমথ, চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, মনফকিরা, কলকাতা।

LEONARD K. ELMHIRST, POET AND PLOWMAN, Visva-Bharati, Kolkata

রথীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

অঞ্জন চক্রবর্তী ও অনুপ ধর, 'কথোপকথনে মার্ক্স ও রবীন্দ্রনাথ উন্নয়ন ও বিকল্প, গাঙচিল, কলকাতা।